NEW AGE
THE OUTSPOKEN DAILY

NBR urges businesses to register for e-Bins before deadline expires

Staff Correspondent

THE National Board of Revenue on Tuesday urged the business community to register their business entities with the VAT online system and obtain their 13-digit new electronic business identification numbers (e-BIN) as the registration deadline is set to expire on November 30.

VAT Online Project director Syed Mushfequr Rahman, also a NBR commissioner, made the request at a workshop on e-BIN registration organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry at its auditorium to create awareness among the business community.

He also said that it was mandatory for businesspersons engaged in export and import business to obtain new e-BINs to open letters of credit.

At the workshop, traders demanded extension of the deadline as more campaigns were needed to make traders familiar with the new e-BIN system.

DCCI president Osama Taseer urged the NBR for introducing a provision for VAT return submission on a quarterly or half-yearly basis, especially for small and medium-sized enterprises, instead of the existing monthly returns submission.

DCCI senior vice-president Waqar Ahmad Choudhury, vice-president Imran Ahmed, former senior vice-president Abdus Salam, directors A Sikder, Kh Rashedul Ahsan and Enamul Haque Patwary and Dhaka Dokan Malik Samity president Towfiq Ehsan also spoke at the workshop.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry president Osama Taseer speaks at an e-Bin registration workshop at the DCCI Auditorium in Dhaka on Tuesday. VAT Online Project director Syed Mushfequr Rahman, DCCI senior vice-president Waqar Ahmad Choudhury and vice-president Imran Ahmed were present on the occasion. — New Age photo

The Financial Express

Extend e-BIN registration timeline: Businesses

Business community members of the country have urged to extend timeline for registration of Electronic Business Identification Number (e-BIN).

They made the call at a workshop, styled e-BIN Registration Workshop, in the capital on Tuesday.

The Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organised the daylong workshop at the DCCI Auditorium

to create awareness among the business people, says a statement.

Project Director of VAT Online Project of National Board of Revenue (NBR) Syed Mushfequr Rahman attended the programme and spoke. DCCI President Osama Taseer, who was also present, delivered the welcome address.

Mushfequr Rahman urged the business community to register their business entities under the 13-digit new e-BIN.

He said that business people who are engaged in export and import trades must need e-BIN to open Letter of Credit.

He mentioned that the last day of registering e-BIN is on November 30.

He assured the business people that they won't face any harassment during registration of e-BIN. Those who have earlier 9-digit or 11-digit BIN they would also need to declare that and register anew for the new 13-digit e-BIN.

DCCI President Osama Taseer said that the DCCI organised the workshop to create awareness among the business people.

He said: "It is inevitable that automation in taxation system will ensure transparency but VAT should be calculated according to the ratio of product's value addition.

He also urged for introducing a provision of VAT return submission quarterly or half yearly basis especially for the small and medium enterprises (SME).

"If the revenue structure is business-friendly it will encourage return submission as well as increase tax-GDP ratio," said Osama Taseer.

theindependent

Call to register entities under 13-digit new e-BIN

STAFF REPORTER, Dhaka

Syed Mushfequr Rahman, project director, VAT Online Project of National Board of Revenue (NBR), urged the business community to register their business entities under 13-digit new Electronic Business Identification Number (e-BIN).

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), one of the largest trade bodies in the country, organised e-BIN registration workshop to create awareness among the businessmen, a press statement said.

The last date of registering of e-BIN is November 30.

He also said that the businessmen who are engaged in export, import business must need this e-BIN to open Letter of Credits. He assured the businessmen that there is no chance to be harassed by registering e-BIN.

the daily observer
We stand for people's rights

Businesses urge to extend e-BIN registration time limit

Business Correspondent

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI)-one of the largest trade bodies in the country organized e-BIN Registration Workshop to create awareness among the businessmen at DCCI Auditorium on Tuesday.

Syed Mushfequr Rahman, Project Director, VAT Online Project of National Board of Revenue (NBR) urged upon the business community to register their business entities under 13-digit new Electronic Business Identification Number (e-BIN).

He also said that the last date of registering of e-BIN is 30th November, 2019. He also said that the businessmen who are engaged in export, import business must need this e-BIN to open Letter of Credits.

He assured the businessmen that there is no chance to be harassed by registering e-BIN. Those who have earlier 9-digit or 11-digit BIN they would also have to declare that and register for a new 13-digit e-BIN.

DCCI President Osama Taseer said that to create awareness among the business people, DCCI organized this kind of workshop. He also said it is inevitable that automation in taxation system will ensure transparency but VAT should be calculated according to the ratio of product's value addition. He also urged for introducing a provision of VAT return submission quarterly or half yearly basis especially for the SMEs. If the revenue structure is business friendly it will encourage return submission as well as increase tax-GDP ratio, Osama Taseer said. He said online VAT return submission procedures will boost business friendly taxation system in the country.

Former Senior Vice President, DCCI Alhaj Abdus Salam requested to extend the last date of e-BIN registration from 30th November.

He also said that NBR in association with DCCI needs to organize more trainings for the businessmen to make them aware of this new e-BIN system. President of Dhaka Dokan Malik Somity Towfiq Ehsan said that businessmen are willing to pay VAT but the taxation system should be simplified and where necessary reforms are needed. DCCI Senior Vice President Waqar Ahmad Choudhury made the concluding remarks.

DCCI Vice President Imran Ahmed, Directors Hossain A Sikder, Kh. Rashedul Ahsan and Enamul Haque Patwary were also present on the occasion.

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

কর আহরণে হয়রানি বন্ধের আহ্বান ব্যবসায়ীদের

১৩ সংখ্যার ভ্যাট নিবন্ধনের সময়সীমা ফের বাড়ানোর দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কর প্রদান প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের হয়রানি না করার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তারা বলেন, রাজস্ব কাঠামো বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব হলে কর প্রদানের প্রবণতা বাড়বে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে নতুন পদ্ধতির ভ্যাট নিবন্ধন বিষয়ে এক কর্মশালায় ব্যবসায়ী নেতারা এসব কথা বলেন। অনলাইন ভ্যাট নিবন্ধন বা ই-বিআইএন বিষয়ে পুরোনো ঢাকাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের সচেতন করার লক্ষ্যে ঐ কর্মশালার আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)। ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসীরের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যবসায়ী নেতারা বলেন, তারা কর দিতে আগ্রহী। তবে এ সংক্রান্ত নীতিমালা সহজ ও সংস্কার করা দরকার। এ সময় ব্যবসায়ী নেতারা মাঠ পর্যায়ে হয়রানির অভিযোগ তুলে ধরে তা বন্ধের দাবি জানান। ডিসিসিআই সভাপতি করদাতাদের হয়রানি না করে কর সংগ্রহ করা ও সব ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের অনুপাতে ভ্যাট নির্ধারণের দাবি জানান। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতিমাসে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করা কঠিন। এটি প্রতি তিন মাসে কিংবা প্রতি ছয় মাসে একবার দাখিলের ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি বলেন, রাজস্ব কাঠামো ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব হলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কর প্রদানের প্রবণতা বাড়বে।

পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ী নেতা ও ডিসিসিআইর সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম নতুন ই-বিআইএন বিষয়ে ব্যবসায়ীদের আরো সচেতন করতে উদ্যোগ নিতে এনবিআরের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন নেওয়ার সময়সীমা আগামী ৩০ নভেম্বরের পর ফের বাড়ানোর অনুরোধ জানান তিনি।

অবশ্য পুরোনো নিবন্ধনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালানোর সময়সীমা আর না বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন সৈয়দ মুশফিকুর রহমান। তিনি ব্যবসায়ীদের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নতুন ভ্যাট নিবন্ধন নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এরপর আমদানি-রপ্তানি করতে নতুন ভ্যাট নিবন্ধন থাকতে হবে। অন্যথায় আমদানি-রপ্তানিতে এলসি (ঋণপত্র) খোলা যাবে না।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ডিসিসিআইর সিনিয়র সহসভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ডিসিসিআই সহসভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক হোসেন এ সিকদার, খন্দকার রাশেদুল আহসান, ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির সভাপতি এহসান প্রমুখ।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

ইবিআইএন নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর আহ্বান

■ সমকাল প্রতিবেদক

অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধনের (ইবিআইএন) নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী ৩০ নভেম্বর। এ সময় আরও বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ঢাকা চেম্বারে গতকাল মঙ্গলবার এক কর্মশালায় একই সঙ্গে তারা ইবিআইএন সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আরও সচেতনতা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ইবিআইএন (ইলেকট্রনিক বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার) নিবন্ধনবিষয়ক এ কর্মশালা গতকাল চেম্বার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট অনলাইনের প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির প্রায় ৫০ প্রতিনিধি অংশ নেন।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে অটোমেশনের কোনো বিকল্প নেই। তবে করদাতাদের হয়রানি না করে কর সংগ্রহ করা ও সব ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন অনুপাতে মূসক নির্ধারণ করে কর রেয়াত ব্যবস্থা সহজ করার কথা বলেন। তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতি মাসে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক না রেখে, প্রতি তিন মাসে একবার বা প্রতি ছয় মাসে একবার ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা রাখতে এনবিআরকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, অনলাইনভিত্তিক ভ্যাট নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবসাবান্ধব কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

মুশফিকুর রহমান ১৩ সংখ্যার ইবিআইএন নিবন্ধন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা চেম্বারের সাবেক ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি আব্দুস সালাম ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ও নিবন্ধনে উৎসাহিত করতে সময়সীমা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

The Daily Share Biz
শেয়ার বিজ
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

ডিসিসিসিআইয়ে ‘ইবিআইএন রেজিস্ট্রেশন’ বিষয়ে কর্মশালা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘ইবিআইএন রেজিস্ট্রেশন’ বিষয়ক কর্মশালা গতকাল চেম্বার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন। কর্মশালায় পুরান ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির প্রায় ৫০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অটোমেশনের কোনো বিকল্প নেই, তবে কর প্রদান প্রক্রিয়ায় করদাতাদের হয়রানি না করে কর সংগ্রহ করা ও সব ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন অনুপাতে মূসক নির্ধারণ করে কর রেয়াত ব্যবস্থা সহজ করার প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতি মাসে ভ্যাট রিটার্নি দাখিল বাধ্যতামূলক না রেখে, প্রতি তিন মাসে একবার বা প্রতি ছয় মাসে একবার ভ্যাট রিটার্নি দাখিলের ব্যবস্থা রাখার জন্য এনবিআরকে অনুরোধ জানান।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব কাঠামো ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব হলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর প্রদান করার প্রবণতা বাড়বে এবং এ লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক এ ধরনের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ব্যবসাবান্ধব কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান নতুন প্রস্তাবিত ১৩ সংখ্যার ইলেকট্রনিক বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নাম্বার রেজিস্ট্রেশনের (ইবিআইএন) আওতায় আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন করার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জানান, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ করে যারা আমদানি-রপ্তানি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের আগামী ৩০ নভেম্বরের পর এলসি খুলতে নতুনের (ইবিআইএন) আওতায় নিবন্ধন থাকতে হবে, অন্যথায় তার ব্যাংকে এলসি খুলতে পারবেন না। তিনি প্রাস্তবিত ভ্যাট নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীরা যেন হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি প্রস্তাবিত ১৩ ডিজিটের নিবন্ধন প্রক্রিয়া ইতিপূর্বে বিদ্যমান ৯ অথবা ১১ ডিজিটের ভ্যাট নিবন্ধনের তথ্যাদি সংবলিত করার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশনার ৬৯ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

ডিসিসিআইতে ই-বিন রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক কর্মশালা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'ই-বিন রেজিস্ট্রেশন' বিষয়ক ওয়ার্কশপ গতকাল ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ওই কর্মশালয় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির প্রায় ৫০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অটোমেশনের কোন বিকল্প নেই, তবে কর প্রদান প্রক্রিয়ায় করদাতাদের হয়রানি না করে কর সংগ্রহ করা ও সব ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন অনুপাতে মূসক নির্ধারণ করে কর রেয়াত ব্যবস্থা সহজ করার প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতিমাসে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক না রেখে, প্রতি তিন মাসে একবার বা প্রতি ছয় মাসে একবার ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা রাখার জন্য এনবিআরকে অনুরোধ জানান। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব কাঠামো ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব হলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর প্রদান করার প্রবণতা বাড়বে এবং এ লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক এ ধরনের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ব্যবসা বান্ধব কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান নতুন প্রস্তাবিত ১৩ সংখ্যার ই-বিন (ইলেকট্রনিক বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নাম্বার) রেজিস্ট্রেশন'-এর আওতায় আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন করার জন্য সব ব্যবসায়ীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি জানান, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষকরে যারা আমদানি-রপ্তানি খাতের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে আগামী ৩০ নভেম্বরের পর এলসি খুলতে নতুন ই-বিন (ইলেকট্রনিক বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নাম্বার) রেজিস্ট্রেশন'-এর আওতায় নিবন্ধন থাকতে হবে, অন্যথায় তার ব্যাংকে এলসি খুলতে পারবেন না। তিনি প্রস্তাবিত ভ্যাট নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীরা যেন হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি প্রস্তাবিত ১৩ ডিজিটের নিবন্ধন প্রক্রিয়া ইতোপূর্বে বিদ্যমান ৯ অথবা ১১ ডিজিটের ভ্যাট নিবন্ধনের তথ্যাদি সম্বলিত করার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহসভাপতি আলহাজ আবদুস সালাম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সচেতনতা ও রেজিস্ট্রেশন কাজে উৎসাহীত করার জন্য এনবিআর ঘোষিত ই-বিন রেজিস্ট্রেশন-এর সময় সীমা আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ হতে বাড়ানো আহ্বান জানান। তিনি ই-বিন সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আরও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এনবিআর এবং ঢাকা চেম্বারের যৌথ উদ্যোগে এ ধরনের আরও কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তাব করেন। ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির সভাপতি এহসান বলেন, দেশের ব্যবসায়ী সমাজ ভ্যাট দিতে আগ্রহী। তিনি ভ্যাট সংশ্লিষ্ট নীতিমালার সহজীকরণ ও সংস্কারের উপর জোরারোপ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহসভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ডিসিসিআই সহসভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক হোসেন এ সিকদার এবং খন্দ. রাশেদুল আহসান প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের অর্থনীতি

প্রতি ৬ মাসে একবার ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করতে চায় ব্যবসায়ীরা

ডিসিসিআইয়ের কর্মশালা

মো. আখতারুজ্জামান : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অটোমেশনের কোন বিকল্প নেই। তবে কর প্রদান প্রক্রিয়ায় করদাতাদের হয়রানি না করে কর সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি তিনি সকল ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন অনুপাতে মুসক নির্ধারণ করে কর রেয়াত ব্যবস্থা সহজ করার প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতিমাসে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক না রেখে, প্রতি তিন মাসে একবার বা প্রতি ছয় মাসে একবার ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা রাখার জন্য এনবিআরকে অনুরোধ জানান।

মঙ্গলবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এরপর পৃষ্ঠা ৭, সারি ৬

প্রতি ৬ মাসে একবার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) (ডিসিসিআই) আয়োজিত এক কর্মশালার আয়োজন করে। রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন, ডিসিসিআই সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক হোসেন এ সিকদার, খন্দ. রাশেদুল আহসান প্রমুখ।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব কাঠামো ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব হলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর প্রদান করার প্রবণতা বাড়বে। আর এ লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক এ ধরনের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ব্যবসা বান্ধব কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ করে যারা আমদানি-রপ্তানি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদেরকে আগামী ৩০ নভেম্বরের পর এলসি খুলতে নতুন 'ইবিআইএন (ইলেকট্রনিক বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নাম্বার) রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নিবন্ধন থাকতে হবে। অন্যথায় তারা ব্যাংকে এলসি খুলতে পারবেন না। তিনি প্রস্তাবিত ভ্যাট নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীরা যেন হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করেন।

ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতি'র সভাপতি এহসান বলেন, দেশের ব্যবসায়ী সমাজ ভ্যাট দিতে আগ্রহী। তিনি ভ্যাট সংশ্লিষ্ট নীতিমালার সহজীকরণ ও সংস্কারের উপর জোরারোপ করেন। সম্পাদনা : মোহাম্মদ রকিব